সংবাদ

07-02-18

তারিখ ... FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বর্তমান সরকারের চার বছরের সাফল্য

বর্তমান সরকার আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায় হতে প্রযুক্তি-নির্ভর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা থাকলেও ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের এ-সকল কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাক্রম সমাপন, ঝরেপড়া রোধে উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিকল্প ব্যবস্থায় দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ (Second Chance Education) সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষাকক্ষ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, প্রেণিকক্ষে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনা, বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা, আঞ্চলিক অনগ্রসরতা বিবেচনায় রেখে শিক্ষার প্রসার সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহার এবং সকল পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ :

(১) পঞ্চাশ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দেশ হতে শিশুশ্রম দূরীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের প্রতিপালন সাক্ষরতা প্রতিপালন সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী পঞ্চাশ শিশুকে বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্তি করতে একীকৃত শিক্ষার আওতায় ৪টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩) পঞ্চম শ্রেণির পাঠ সমাপনান্তে দেশব্যাপী সকল ছাত্র-ছাত্রীর সুষম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

(৪) শিশুর প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া রোধকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(৫) দেশের অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৬) শিশুদের জন্য আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩১,১৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ এবং ৩,৪৪৭টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ; ৭০,৮৭৫টি অতিরিক্ত প্রেণিকক্ষ নির্মাণ; ৩৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ; ২৩,২০২টি টয়লেট স্থাপন; ১৭,২৭৫টি নলকূপ স্থাপন এবং নিজ দেউলার মেরামতের আওতায় ৭,১৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ, ৪৩৬টি উপজেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ৩৯৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, ৫৩টি সিটিআরসি সম্প্রসারণ, দেশ এবং সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে মুগধি পাহাড়ি এলাকায় হোস্টেল সুবিধাসহ ১৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) বর্তমানে প্রায় ২,০০০ বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিদ্যালয়বিহীন ১৪০০টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। খোলা ও দূরত্বসম্পন্ন শিক্ষার পাশে তোলার লক্ষ্যে সিটিআরসিবিহীন ১২টি জেলায় সিটিআরসি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

(৯) প্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১৪৫ হতে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আরও ৩১,৬৮৫টি প্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন অপসারণ করে ১,৭০৯টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, ১,২৮,৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিতকরণে ৩৯,৩০০টি নলকূপ স্থাপন, ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য আলাদা ৫৩,২৫০টি টয়লেট এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের ২১,৯৫০টি টয়লেট ও ৫৩,৭৫০টি ইউরিনাল নির্মাণ, চাহিদার ভিত্তিতে ১১,৯০০টি প্রেণিকক্ষে বড়ো ধরনের মেরামত করা হবে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জেলা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ বিভাগীয় রিসোর্স সেন্টারসমূহ মেরামত করা হবে।

(১০) রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ে ১,১০৯টি সরকারি ইউনিয়নে সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে; দেশের ৫০টি সিটিআইতে আধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ৫টি সিটিআইতে ৪টি করে ল্যাপটপ এবং ৪টি করে মাল্টিমিডিয়া এবং ৫০৩টি সকেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করা হয়েছে।

(১১) শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে ৫০ হাজার মাল্টিমিডিয়া ম্যাটিক ফোর্ড এবং ৫ হাজার ডিজিটাল লিখনশৈলী বিতরণ-কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১২) সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকার অতিরিক্ত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই-এর [illegible] বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি [illegible] হয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ এলাকায় সকল প্রান্ত শিক্ষা-মাতার সন্তানকে উপবৃত্তি প্রদান [illegible] হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮,১৫,৬৩৬ জন হতে বাড়িয়ে ৭৮,১৭,৯১৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১০০% প্রান্তিক পরিবারের সন্তান উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হয়েছে। পঞ্চম ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রতিবছর বিনামূল্যে নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১১ শিক্ষাবর্ষে ১০ কোটিরও বেশি ৬ রংয়ের নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বই সাজানো করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়া রোধ এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য ৯৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত উপজেলায় ২৯.০০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম হারে পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে।

(১৩) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৪,০০০ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২৫০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিএইচডি-২)-এর আওতায় দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলার ১২ লক্ষ সহায়তাকারী ও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া ৮,৩৭,০০০ অভিভাবককে ৯ মাসব্যাপী শিশু বৈষম্য দূরীকরণ, মাইক্রো ফাইনান্সের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা উন্নয়ন এবং কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমানোন্নয়ন উন্নয়ন বিষয়ক সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(১৫) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য যৌথিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১,৬৬,১০০ জন কর্মজীবী শিশু-কিশোরকে মানসম্মত যৌথিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে ৪০ মাসব্যাপী ৩টি ধাপে জীবনমান-দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।